রাজ্যে চতুর্থ হয়েও পড়াশোনা নিয়ে দুশ্চিন্তায় মফিজুল্লাহ

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

ভালো ফল করেও ভবিষ্যতের পড়াশোনা নিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না হাই মাদ্রাসার আলিম পরীক্ষায় চতুর্থ স্থানাধিকারী হুগলির আরামবাগের হরিণখোলার পূর্ব কৃষ্ণপুর গ্রামের সেখ মহম্মদ মফিজুল্লাহর বাবা-মা। কারণ অভাবের সংসারে আগামী দিনে পড়াশোনার বিপুল খরচ চালানোর মতো সামর্থ তাঁদের নেই। তাই তাঁরা সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, এবছরের আলিম পরীক্ষায় ৯০ শতাংশ নম্বর পেয়ে আরামবাগের পীরনগর নাবাবীয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা থেকে মফিজুল্লাহ চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। মফিজুল্লাহ জানায়, সে এবার টেস্ট পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করতে পারেনি। তাই সে খুব চিন্তায় ছিল। কিন্তু টেস্টের পর থেকে অতিরিক্ত পড়াশোনা করে নিজের পড়াশোনার মানের উন্নতি ঘটায়। সে আশা করেছিল চূড়ান্ত পরীক্ষায় ভালোই ফল হবে। কিন্তু এত ভালো ফল হবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তাই এই ফলে সে উচ্ছ্বসিত। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরামবাগ বিডিও বিশাখ ভট্টাচার্যের মাধ্যমে তার কাছে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন। এই ঘটনায় সে আপ্লুত। তবে বাবা সেখ আকতার আলি ও মা মোসাম্মৎ আকলিমা বেগম জানান, তাঁদের অভাবের সংসার। মাত্র বিঘা দুই জমি। সেই জমিতে চাষ করেই কোনওরকমে তাঁদের সংসার চলে। বড় ছেলে শিলিগুড়িতে একটি বেকারিতে কাজ করে। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট ছেলে যে এবার ভালো ফল করবে সে ব্যাপারে তাঁরা আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু এরপর ছেলের পড়াশোনা কিভাবে চালাবেন তা তাঁরা বুঝতে পারছেন না। কারণ আলিম স্তরে ছেলেকে বিজ্ঞান, ইংরেজি এবং আরবি এই তিনটি বিষয় ছাড়া আর অন্য কোনও বিষয়ে প্রাইভেট টিউটর দিতে পারেননি। বাকি বিষয়গুলি ছেলে নিজে নিজেই পড়েছে। তার পরেও যে এই সাফল্য পেয়েছে এর জন্য তাঁরা খুবই খুশি। মফিজুল্লাহ জানায়, শুধু পড়াশোনা নয়, সংসারের প্রয়োজনে বাবার সঙ্গে তাকে মাঠে গিয়ে কাজ করতে হয়। ধান রোয়া, ধান কাটা, আলু বসানো, আলু তোলা থেকে শুরু করে চাষের সমস্ত কাজই সে করতে পারে।

তার পরেও সে ভালোভাবে পড়াশোনাটা করেছে। মফিজুল্লাহ-র কথায় সাজেশান নির্ভর হয়ে পড়লে ভালো ফল করা কঠিন। ভাল ফলের প্রথম শর্ত হল প্রতিদিন স্কুলে যেতে হবে, প্রতিটি ক্লাস করতে হবে, তার কথায় স্কুলের সমস্ত শিক্ষকের পড়ানো ভালো না লাগতেই পারে। কিন্তু তাঁরা যে শিক্ষা দেন তার বিকল্প কখনই নোটবই হতে পারে না। এছাড়াও মফিজুল্লাহ টেক্সট্‌বই পড়ার উপর জোর দেয়। তার মতে বর্তমানে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত আকারে লিখতে হয়। তাই কেউ যদি টেক্সট্‌বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে তাহলে সে ভালো ফল করবেই। মফিজুল্লাহ জানায়, অবসর সময়ে সে ক্রিকেট খেলে। এছাড়া ক্রিকেট খেলা দেখতেও সে খুব ভালোবাসে। তার ইচ্ছে আগামী দিনে আরবি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করা। ভবিষ্যতে সে অধ্যাপক হত চায়। তার ইচ্ছে ভবিষ্যত ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে সঠিক পথের দিশা দেওয়া। কিন্তু সেই জায়গায় পৌঁছাতে গেলে আগামী কয়েক বছর খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করা প্রয়োজন। আর এটাই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তার বাবা-মায়ের কাছে। তাই তাঁদের আবেদন, কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনও আর্থিক সাহায্য নিয়ে যদি তাঁদের পাশে দাঁড়ান তাহলে হয়তো আগামী দিনে মফিজুল্লাহ আবারও এলাকার সুনাম উজ্জ্বল করতে পারবে। এব্যাপারে সরকারি সাহায্য পেলে তাঁরা আরও খুশি হবেন বলেও জানিয়েছেন।

এদিকে সোমবার হরিণখোলা দরবার শরীফ জুলফিক্কারিয়া আজিজিয়া যুব ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মফিজুল্লাহকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কর্ণধার পীরজাদা মহেবুল্লাহ হুসাইনি, সভাপতি পীরজাদা মাহফুজুল্লাহ হুসাইনি, কনভেনর পীরজাদা এনায়েতুল্লাহ হুসাইনি, সমাজসেবী আব্দুল আজিজ খান, নুরুল হুদা, সেখ জাহির আব্বাস, পীরজাদা সাফিউল্লাহ হুসাইনি, সেখ জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ রবিবার সন্ধ্যায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম দীনেশ মুদি (৩৩)। বাড়ি হুগলির গোঘাটের শাঁখাটি গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ফ্যান লাগানোর সময় বাড়িতে বিদ্যুতের তারে তাঁর হাত ঠিকে যায়। তখনই তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এরপর পরিবারের লোক তাঁকে গোঘাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। পেশায় তিনি গাড়ি চালক ছিলেন। জানা গেছে, বাড়িতে মা-বাবা, স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি উদ্ধার করে আরামবাগ হাসপাতালে পাঠায়।

রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ রেললাইনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক ছাত্রীর। মৃতার নাম শ্বেতা গায়েন(২০)। সে বিশ্বভারতীর সংগীত বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিল। বাড়ি হুগলির আরামবাগ পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের সারদাপল্লীতে। জানা গেছে, রবিবার সন্ধ্যায় হাওড়াগামী গোঘাট লোকালে সে কাটা পড়ে। প্রাথমিক অনুমান, পারিবারিক অশান্তির জেরেই সে আত্মহত্যা করেছে। তবে এলাকা সূত্রে জানা গেছে, ভাইয়ের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল। বাড়িতে বাবা, সৎ মা ও সৎ ভাই রয়েছে।

মালা সাহার মৃত্যু, পাশে দাঁড়ালে উপপৌরপ্রধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলি জেলা পরিষদের তৃণমূল সদস্য তথা তৃণমূল নেত্রী মালা সাহার অকাল মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হুগলির তারকেশ্বর ব্লকের মানুষজন। ব্যতিক্রম নন তারকেশ্বর উপপৌরপ্রধান উত্তম কুণ্ডও। তিনি সপরিবারে বাইরে ছিলেন। কিন্তু মালাদেবীর মৃত্যুর খবর পেয়ে স্ত্রী ও পরিবারকে সেখানে রেখেই বিমানযোগে তারকেশ্বরে ফিরে আসেন এবং মালাদেবীর পরিবারের পাশে দাঁড়ান। কারণ মালাদেবীর রাজনৈতিক কর্মসূচীর প্রতিটি পদক্ষেপে সকলেই তাল মিলিয়ে চলতেন। এবিষয়ে উত্তম কুণ্ডু বলেন, প্রথমে মৃত্যুর খবর পেয়ে খুবই ভেঙে পড়েছিলাম। তারযখন যা সমস্যা হত তা আমায় বলতেন। দলটাকে মায়ের মতো ভালোবাসতেন। সারা জেলার মধ্যেই একটা সম্মানের জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি।

ধৃত দুই মহিলা চোরকে গণপিটুনি

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ সোনার দোকানে ক্রেতা সেজে এসে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল দুই মহিলা। দুই মহিলার নাম নাজিমা বিবি ও আরগনা বিবি। বাড়ি দঃ ২৪ পরগনার দেগঙ্গায়। চারদিন আগে হুগলির চন্দননগর কোর্ট মোড়ে একটি সোনার দোকান থেকে একই কায়দায় ক্রেতা সেজে এসে একটি সোনার লকেট নিয়ে চম্পট দেয় দুই মহিলা। দোকানের মালিক চন্দ্রা দত্ত চন্দননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এবং এলাকার সমস্ত দোকান মালিককে দুই মহিলার সিসি ক্যামেরার ছবি পাঠিয়ে দেন। সোমবার চন্দননগর বাগবাজার এলাকার একটি দোকানে দুই মহিলা ক্রেতা সেজে দোকানে ঢুকলে দোকান মালিকের সন্দেহ হয়। দোকান মালিক তৎক্ষণাৎ চন্দ্রাদেবীকে ফোনে খবর দেন। চন্দ্রাদেবী এসে দু'জনকে শনাক্ত করলে শুরু হয় গণপিটুনি। দু'জনকেই চন্দননগর থানার পুলিশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

কুকুরের কামড়ে হনুমানের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ গরমের মরশুমের শুরু থেকেই ফলের গাছে গাছে হনুমানের লাফালাফি, দাপাদাপি বেড়ে যায়। হুগলির তারকেশ্বরের বালিগোড়ি ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসুদেবপুরে কাঠের পোল এলাকাতেও এমই দৃশ্য দেখা যায়। একটি হনুমানকে কামড়ে দেয় রাস্তার কুকুর। আহত ওই হনুমানটি জলে পড়ে যায়। এলাকার মানুষ বিপদ বুঝতে পেরে কুকুরটিকে তাড়িয়ে হনুমানটিকে উদ্ধার করে। তাকে বাঁচানোর চেষ্টা চালানো হয়। গ্রামের মানুষ হনুমানটিকে চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। সেখানে সেলাই দেওয়া হয় হনুমানটিকে। সকলের ধারণা অসতর্কতার কারনেই হনুমানটিকে কুকুরেরা ধরে ফলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হনুমানটিকে বাঁচানো যায়নি। এরপর হিন্দু রীতি অনুসারে গ্রামের যুবকরা ওই হনুমানটির শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ কলেজে উপস্থিতি কম থাকায় বি.কম প্রথম বর্ষের ১৭৩জন পড়ুয়াকে পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেয়নি কলেজ কর্তৃপক্ষ। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে কলেজের টিএমসিপি পরিচালিত ছাত্র সংসদ। সোমবার কলেজ অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ চলতে থাকে।

নিখোঁজ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর ঃ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে বলে বেড়িয়ে নিখোঁজ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অনিমা দাস। কোন্নগর আশালতা স্কুলের ছাত্রী সে। গত বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় কোন্নগর স্টেশনে যায় বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে বলে। তারপর থেকে আর কোনও খোঁজ নেই ওই ছাত্রীর। উত্তরপাড়া থানায় নিখোঁজের অভিযোগ জানিয়েছেন ছাত্রীর পরিবার। কোন বন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল ছাত্রী, তার তদন্ত করলেও এখনও কোনও সন্ধান পায়নি পুলিশ। এই ঘটনায় দুশ্চিন্তায় ওই পরিবার।

চন্দননগর হাসপাতাল চত্বরে বেআইনি পার্কি বন্ধে প্রশাসনিক অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে হুগলির চন্দননগর হাসপাতাল চত্বরে অভিযানে নামলো প্রশাসন। চন্দননগর মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে বেআইনি পার্কিং থাকার ফলে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা অ্যাম্বুলেন্স ও রোগীর আত্মীয় পরিজনরা। হাসপাতাল সুপার জানান, রবিবার থেকে অভিযান শুরু হয়েছে বেআইনি পার্কিং-এর বিরুদ্ধে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রোগীর কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে একটি পার্কিং-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যথাযথ স্থানে পার্কিং করার জন্য সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশা করি, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই সাধারণ মানুষ এর সুফল পাবেন। চন্দননগর কমিশনারেটের নির্দেশে চন্দননগর থানার পুলিশ এই অভিযান চালায়।

সমাজবিরোধীদের আস্তানা দেখতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ সমাজবিরোধীদের আস্তানা দেখতে এসে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন হুগলির চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার। প্রসঙ্গত হুগলি-চুঁচুড়া পৌরসভার ১৯, ১৮ ও ১৬নং ওয়ার্ডের সীমানাবর্তী খগড়াজোল সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই সমাজবিরোধীদের আখড়া হয়ে উঠেছিল। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, তাঁদের এলাকায় থাকাই দুঃসহ হয়ে উঠছিল। এলাকার কিছু ছেলে সমাজবিরোধীদের সাথ দিচ্ছিল। পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। সপ্তাহখানেক আগে তাই বাধ্য হয়ে স্থানীয়রাই তাদের ঠেক ভেঙে দেয়। কিন্তু তারপরেও সমাজবিরোধীদের আনাগোনা কমেনি। তাই সোমবার খবর পেয়ে চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার পুরপ্রধানসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এলাকায় যান। আর সেখানেই এলাকার একাংশের ক্ষোভের মুখে পড়েন বিধায়ক। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, বেছে বেছে তাঁদের বাড়ির ছেলেদের দায়ি করা হচ্ছে। সেই সমস্ত ছেলেদের পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করালে তারা সমাজের মূলস্রোত থেকে বেড়িয়ে যাবে। যদিও বিধায়ক এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

রিষড়ার জয়শ্রী কটন মিলে শ্রমিকদের সাসপেনশান বাতিলের দাবিতে কাজ বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, রিষড়া ঃ সাসপেন্ড হওয়া পাঁচ শ্রমিকের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার এবং তাঁদের কাজে ফেরানোর দাবিতে হুগলি রিষড়া জয়শ্রী কটন মিলে কাজ বন্ধ করে দিলেন শ্রমিকরা। অশান্তির আশঙ্কায় মিলে মোতায়েন পুলিশ। ৩১ মে জয়শ্রী মিলের তিন নং প্ল্যান্টে শ্রমিকদের সঙ্গে মারামারি হয় ম্যানেজারের। ঘটনায় ফেফতার হন এক শ্রমিক। মোট পাঁচজন শ্রমিককে সাসপেন্ড করে কর্তৃপক্ষ। ঘটনার পর থেকে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। মিথ্যা অভিযোগে পাঁচ শ্রমিককে ফাঁসানো হয়েছে এই অভিযোগ তুলে তিন নং প্ল্যান্টে কাজ বন্ধ করে দেন শ্রমিকরা। তাঁদের দাবি না মানায় সোমবার মিলের সব বিভাগের কাজ বন্ধ করে দেন শ্রমিকরা। ব্যাহত হয় উৎপাদন। অশান্তির আশঙ্কায় বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে মিলে।

হরিপালে তৃণমূলের ইফতার মজলিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, হরিপাল ঃ হুগলির হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের উদ্যোগে এক ইফতার মজলিসের আয়োজন করা হল। হরিপাল বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে আয়োজিত এই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, বিধায়ক বোচারাম মান্না, শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম, স্বরূপ মিত্র, বাবলু গায়েন, সুমিত সরকার সহ কয়েক হাজার মানুষ। বিধায়ক বোচারাম মান্না বলেন, হরিপালের মানুষ শান্তিপ্রিয় মানুষ, সম্প্রীতির মানুষ। এখানে সব ধর্মের মানুষ একসঙ্গে মিলেমিশে বিরাজ করছেন। তাই এই পবিত্র রমজান মাসে আসতে পেরে আমি খুব খুশি।

হতাশ জীবনে আশার আলো.....
জার্মান হোমিও কেয়ার
Mob.-9674533162/7890779979
SEX, প্রবলেম - যৌন সমস্যা
●সহবাসে অক্ষমতা ●ইন্দ্রিয় শিথিলতা ●শীঘ্র পতন ●ইন্দ্রিয় ছোট, ইন্দ্রিয় সরু ●উত্তেজনার অভাব ○স্বপ্ন দোষ ●ধাতু তারল্য ●ধাতু ক্ষয় ●সিফলিস ●গনোরিয়া ●ফাইমোসিস
সহ যাবতীয় নারী-পুরুষ যৌন ও গুপ্ত রোগের সুচিকিৎসা নিন।
১০০% সুচিকিৎসা নিন
☆গোপনে মদ, গাঁজা, ড্রাগস, সিগারেট ও হেরোইন, ঢোকাসহ যাবতীয় নেশা ছাড়ানো হয়।
☆মহিলাদের বন্ধ সৌন্দর্য্য ☆যাবতীয় চুলের সমস্যার সমাধান করা হয় ☆অর্শ, ফিসচুলা, হাঁপানী, ডায়বেটিস ☆ব্রণ, চর্মরোগ, পেটের রোগ ☆রোগ থেকে মোটা-মোটা থেকে রোগা
আগে থেকে ফোনে নাম নথিভুক্ত করে আসুন।
শেওড়াফুলি (পোস্ট অফিসের পিছনে) মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি দুপুর ৩ টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা, রবিবার সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ১১টা
দমদম জংশন ইন্দিরা মডার্নের বিপরীতে প্রতি সোম ও শুক্র সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
আরামবাগ পৌরহাটী মোড় তারকেশ্বর কালীবাড়ির মন্দির পুরাদিকে

গরম পড়তেই বাড়ছে তালশাঁসের চাহিদা

সঞ্জীব মোদক ● গোঘাট

আদিমকাল থেকে ফল খেয়ে বেঁচে থাকার প্রবণতা মানুষের আজও রয়েছে সেই একইরকম। পশ্চিমবাংলায় এমন কোনও গ্রাম নেই যেখানে আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগে গ্রামের যুবকের দল বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে দুপুরের রোদে পাড়ার পুকুরের ধারে তালগাছ থেকে কচি তাল কেটে মহানন্দে তালশাঁস খেয়ে দুপুরে কাটিয়ে দিত। যতদিন যাচ্ছে বাংলায় তালের মতো বহু গাছ কেটে শহরাঞ্চল তৈরি হচ্ছে। ফলে গ্রামের এই রকম একটি মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে যেতে বসেছে। তালশাঁস এমন একটি জিনিস যা মানুষকে গরমকালে স্বস্তি দেয়। শান্তি দেয়। শরীরে পক্ষেও ভালো। এমনকি গ্রীষ্মকালীন অনেক রোগজ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এই তালশাঁস আজ মিষ্টির আকার নিরাকার নিয়ে অভিজাত দোকানের অন্যান্য মিষ্টির সঙ্গে অবস্থান করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামগঞ্জে কিছু এলাকার মানুষজন তালশাঁস বিক্রিকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। বাংলার সনাতন ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করে চলেছেন। হুগলির গোঘাট থানার এই রকম একজন মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে তালশাঁস বিক্রি করতে আসেন কামারপুকুর সব্জি বাজারে। সেখানে তিনি কখন ওই তালশাঁস বিক্রি করতে আসবেন তার জন্য অনেক মানুষ অপেক্ষা করে থাকেন। তাঁর উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তাল কেটে তার ভিতরে থাকা তালশাঁস বিক্রি করা। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তালশাঁস কি তা ভালো করে জানে বলে মনে হয় না। গোঘাট থানা এলাকায় তালগাছ আজ বিলুপ্তির পথে, বিশেষ করে কামারপুকুর অঞ্চলে। সরকারের প্রচার করার প্রয়োজন হয়েছে 'তালগাছ লাগান, তালগাছ সংরক্ষণ করুন। গ্রাম বাংলার ইতিহাসকে ধরে রাখুন, ধরে রাখুন প্রকৃতির ভারসাম্যকে। বিদেশি গাছ নয়, দেশি গাছ লাগিয়ে বাংলার মানুষকে রোগমুক্ত রাখার চেষ্টা করুন।' গোঘাটের সাতবেড়িয়া গ্রামের মন্টু গায়েন ও শ্যামবাজার অঞ্চলের বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন, তালশাঁস বিক্রি করে আমরা ভালো মতো মোটা পয়সার মুখ দেখতে পাই। তারপর লোকের বাড়িতে দিনমজুর হিসাবে কাজ করি। মহাজনের কাছ থেকে তালগাছের তাল চুক্তি হিসাবে কিনে নিই। তারপর বাজারে নিয়ে গিয়ে দু-টাকা পিস হিসেবে বিক্রি করি। তার মধ্যে কিছু তালশাঁস খারাপ বের হয়। মোটামুটি কিছু টাকা পাই। আমাকে বসার জন্য সরকারের তরফ থেকে কামারপুকুর সব্জী বাজারে একটু জায়গা করে দেওয়া হোক। আমরা রাস্তার ধারে বসেছি। কিন্তু পথচলতি মানুষের নানা অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে পারি। কিন্তু কি করব বসার কোনও পরিকাঠামো নেই। কামারপুকুরের বাসিন্দা গৃহশিক্ষক বিদ্যুৎ নন্দী জানালেন, বৈশাখ মাসের জন্য অপেক্ষা করি। কারণ তালশাঁসের অনেক উপকার আছে। আমরা ছোটবেলা থেকে গ্রামবাংলার মানুষ তালের শাঁসের গুরুত্ব বুঝি। সে কারণে তালশাঁস প্রতিদিন বাড়িতে বাচ্চাদের জন্য নিয়ে যাই এবং সকলে মিলে খাই। খাবার জন্য একবছর অপেক্ষা করতে হবে। আমার খুব ভালো লাগে। সেই কারণে বাড়ির বাচ্চাদের খাওয়াই। ডাঃ কল্লোল সাহা জানান, প্রতিটি ঋতুতে বিশেষ বিশেষ কিছু ফল জন্মায়। সেই সব ফল মানুষের শরীরে অনেকটা উপযোগী। তাই মানুষের সব মরশুমে প্রকৃতির ফল খাওয়া উচিত। যেমন গ্রীষ্মকালে আম, লিচু, জাম, কাঁঠাল এমনকি তালের মতন গুরুত্বপূর্ণ তালশাঁস খাওয়া ভালো। শরীরকে দারুনভাবে গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে রক্ষা করে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, যে সমস্ত রাজ্যে গরম বেশি যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানা ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, রাজ্যের মানুষ প্রচুর পরিমাণে তালগাছ লাগান ও গরমের দিনে তালশাঁস খান। পশ্চিমবাংলার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম বিভিন্ন জেলার মানুষ প্রচুর পরিমাণে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ তালশাঁস খেয়ে থাকেন।

অফুরন্ত প্রতিযোগিতা
বসে আঁকো
7407450077 / 7407450600
Email- rangmelanti@gmail.com ● Website- www.rangmelanti.co.in
Online Form fillup-
পুরস্কার
1st- 10,000/-
2nd- 7,000/-
3rd- 5,000/-
4th- 3,000/-
5th- 2,000/-
6th- 1,000/-
7th- 500/-
এছাড়াও 300 টি Consolation Prize
Title Partner- Entertainment partner- Media Partner- Technical Partner Supported by
বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে
কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব নন্দ্য, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯
ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনষ্টিক
আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R, M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।